**বানৌজা শেখ মুজিব কমিশনিং, ২২টি বহুতল ভবন উদ্বোধন এবং**

**বিএন হাউজিং প্রজেক্ট সাভার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বানৌজা শেখ মুজিব, খেলক্ষেত, ঢাকা, সোমবার, ২১ কার্তিক ১৪২৫, ০৫ নভেম্বর ২০১৮**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,**

**সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,**

**নাবিকবৃন্দ এবং**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

আসসালামু আলাইকুম।

**নৌবাহিনীর ঘাঁটি বানৌজা শেখ মুজিব এর কমিশনিং, ২২টি নবনির্মিত বহুতল ভবন উদ্বোধন এবং বিএন হাউজিং প্রজেক্ট সাভার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সহমর্মিতা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ রহুল আমিনসহ মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী সকল নৌ সদস্যদের।**

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

**জাতির পিতা বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিতে বাংলার মাটিতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। একটি আধুনিক, শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই বেশ কয়েকটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন।**

**১৯৭৪ সালে তিনি নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খাঁন কমিশন করেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। একইসঙ্গে তিনি দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ‘দ্য টেরিটরিয়াল ওয়াটারস এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করেন।**

সুধিবৃন্দ,

**সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার জন্য আমাদের সরকার কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমুহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।**

**আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে নৌবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধিত হয়। সরকারের বর্তমান মেয়াদেও নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নৌবহরে সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি নৌ সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় স্থাপনাসহ নানাবিধ উন্নয়মূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে।**

**আজ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। এই ঘাঁটি নিজস্ব অপারেশনাল কর্মকান্ডের পাশাপাশি জনকল্যাণ এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ঢাকা নৌ অঞ্চলে নৌবাহিনী সদর দপ্তর এবং একটি ছোট ঘাঁটি ব্যতিত আর কোন স্থাপনা ছিল না।**

**বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিটি নৌবাহিনীর দীর্ঘদিনের এই সীমাবদ্ধতাকে দূর করবে। তাছাড়া, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি নৌ তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন নৌ হেলিকপ্টার সংরক্ষণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্যোগকালে ডাইভিং ও স্যালভেজ কার্যক্রম পরিচালনায় এই ঘাঁটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।**

প্রিয় নৌবাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

**নৌবাহিনীতে দীর্ঘদিন যাবৎ মানসম্মত প্রশিক্ষণ স্থাপনা এবং কর্মকর্তা, নাবিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের তীব্র সংকট বিরাজমান ছিল। ক্রমবর্ধমান নৌবাহিনীর এই সংকট নিরসনে আমি নৌ বাহিনীর সকল এরিয়ায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করি। বাংলাদেশ নৌবাহিনী মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলের প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।**

**আজ নবনির্মিত ২২টি বহুতল ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত ও আবাসন সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উল্লেখ্য যে, বানৌজা ঈসা খাঁনে নির্মিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে একসঙ্গে প্রায় ২৫০০ জন কর্মকর্তা ও নাবিকদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। আমাদের সরকারের আমলে নৌবাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিশেষ করে নৌবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে এটি আরও একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।**

**বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব আবাসন প্রকল্প ‘বিএন হাউজিং প্রজেক্ট সাভার’ প্রকল্পটিতে নৌ সদস্যদের আবাসনের জন্য ১০টি ২৭তলা এবং ১২টি ২৬তলা বিশিষ্ট আধুনিকমানের ভবন নির্মাণ করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অত্যাধুনিক শপিং মল, হোটেল ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রকল্পটিতে সর্বমোট ৩টি ধাপে যথাক্রমে ২০২১, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে নৌ সদস্যদের মধ্যে ফ্ল্যাটসমূহ হস্তান্তর করা হবে। আমি আশা করি, উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত নৌ সদস্যদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে।**

সুধিমন্ডলী,

**নৌবাহিনী দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং আর্তমানবতার সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, নৌবাহিনী অত্যন্ত অল্প সময় ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মিয়ানমার বলপূর্বক বাস্তুচ্যূত নাগরিকদের জন্য ‘ভাসানচর আশ্রয়ণ-৩' নামক প্রকল্প বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।**

**এছাড়া বছর জুড়ে সারাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন লঞ্চডুবি, নৌকাডুবি ও সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জানমালের উদ্ধারে নৌবাহিনীর দক্ষ ডাইভিং ও স্যালভেজ টিমের সদস্যগণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। দেশমাতৃকার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ এই অবদানের জন্য নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে আমি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।**

**বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পরিচিতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃত হয়েছে। নৌবাহিনীর জাহাজ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশ নিচ্ছে এবং নিজেরাও সফলভাবে মহড়ার আয়োজন করছে। উপমহাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজই ভূ-মধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় সফলভাবে নিয়োজিত থেকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।**

**মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের মোট প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে প্রায় ২০০ নটিক্যাল মাইল। বিশাল এ জলরাশির তলদেশে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যতা রয়েছে। এই সম্পদ আমরা উত্তোলন করতে সক্ষম হলে আগামী কয়েক প্রজন্ম লাভবান হবে। এ সম্পদের নিরাপদ ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উত্তোলন বাংলাদেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।**

**ক্রমাগত সম্পদ আহরণের ফলে বর্তমানে বিশ্বের স্থলভাগের সম্পদ সীমিত হয়ে আসছে। তাই সারাবিশ্বের নজর এখন সমুদ্রের দিকে। আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে গৃহীত সমুদ্রের** Blue Economy **সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ হতে আমরা সুফল পেতে শুরু করেছি।**

**কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল হতে সম্প্রতি এলএনজি গ্যাস চট্টগ্রামের বিভিন্ন কারখানাগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক কারখানাতেই ইতোমধ্যে পুনরায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। আর এসব কিছুই সম্ভব হচ্ছে আমাদের সমুদ্র সীমায় নৌবাহিনী যে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান করছে তার মাধ্যমে।**

**আমার বিশ্বাস, এই সুনীল অর্থনীতির বিশাল কর্মযজ্ঞকে নিরাপত্তা প্রদানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার চলমান কার্যকরী ভূমিকা সর্বদা অব্যাহত রাখবে।**

**আমাদের সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনায় নৌবাহিনীর উদ্যোগে দেশের মাটিতে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে ইতোমধ্যে ৫টি পেট্রোল ক্রাফ্ট ও দুটি লার্জ পেট্রোল ক্রাফ্ট তৈরি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ড্রাই ডকে ফ্রিগেট নির্মাণের বিষয়ে বর্তমান সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।**

**আমাদের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে ফ্রিগেট নির্মাণে একদিকে যেমন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে; অপরদিকে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী** Buyer Navy **থেকে** Builder Navy’**তে পরিণত হবে।**

সুধিমন্ডলী,

**জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় সম্প্রতি বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ক্ষেত্রে আমরা অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। সব ধরনের আর্থ-সামজিক সূচকে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ শুরু করেছি।**

**অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। একটানা প্রায় ১০ বছর আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার কারণে তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফলটা পাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। দেশের এই অগ্রযাত্রা যেন ব্যাহত না হয়, এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সকলকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।**

**জাতির পিতা একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সবার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**